ক্রমবর্ধমান নারী হিংসার প্রতিরোধে সামাজিক ও সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা

সঞ্চিতা দাস

আমরা আজ এমন একটি সমাজে বাস করছি যেখানে প্রতি দশ মিনিটে একজন মহিলা ধর্ষিত হন। প্রতি তিন মিনিটে একজন মহিলার শ্লীলতাহানি হয়। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো ২০১২ রিপোর্টে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে। এক বছরে ৩০,৯৪২ টি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে। আনুপাতিক হারের বিচারে অবশ্য প্রথম ৪ টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ। ২০০৭ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নথিভুক্ত নারী নির্যাতনের ঘটনার হার সর্বভারতীয় হারের তুলনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এর দুটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। ১) পশ্চিমবঙ্গে গৃহ নির্যাতন অন্য রাজ্যের থেকে বেশি, ২) পশ্চিমবঙ্গে গৃহ নির্যাতনের রিপোর্টিং বা নথিভুক্তকরণ অন্য রাজ্যের চেয়ে বেশি।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে চিত্রটি ভয়াবহ তা হল অপরাধীদের সাজা হচ্ছে না, মূল সমস্যা হল এখানে অভিযোগের সুরাহা হচ্ছে না। এ ছবি বদলাতে হলে প্রশাসনিক অদক্ষতাকে চিহ্নিত করে, ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। দক্ষতর প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন নাগরিক সমাজের ক্রমাগত চাপ। এটা সত্যি কথা যে এই ধরণের ঘটনা এখনও "মেয়েদের" সমস্যা বলে গণ্য করা হয়, সকলের সমস্যা হিসাবে নয়। যতই মোমবাতি মিছিল বা রাজপথে প্রতিবাদ- সবই দেখিয়ে দেয় যতক্ষণ না একটা সমস্যাকে ভোটের রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো যায় ততক্ষণ প্রতিকারের কোন চেষ্টা হয় না। দময়ন্তী সেনের অভিজ্ঞতা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই মেয়েদের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কীভাবে তাদের নিজেদের এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যায়।

নারী নির্যাতন মানেই কি নারীর উপর অপরিচিতের আক্রমণ? পরিসংখ্যান কিন্তু দেখাচ্ছে শতকরা ৯৮ টি ক্ষেত্রে ধর্ষণ বা অ্যাসিড আক্রমণ ঘটে পরিচিত ব্যক্তির থেকে, যাকে আমরা Domestic Violence বা গৃহনির্যাতন বলি। জনসংখ্যা পিছু ঘরোয়া নির্যাতনের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় (৪৫.১৩) আমাদের রাজ্যে নথিভুক্ত গৃহ নির্যাতনের হার বেড়েছে। কিন্তু সেই অর্থে অভিযুক্তরা শাস্তি পাচ্ছে না।

পরিসংখ্যান বলছে, গৃহনির্যাতনে শাস্তির হার একদম শেষ সারিতে ৪.৪ শতাংশ। অবশ্য এর দুটি কারণ থাকতে পারে ১) বেশিরভাগ তথ্যই মিথ্যা বা ভুল। ২) প্রশাসন বা পুলিশি ব্যবস্থার গাফিলতি অথবা রাজনৈতিক চাপ। এহেন অস্থির ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, কোন পথে বা কোন মতে চললে এই অমানবীয় কর্মকাণ্ডের শেষ হবে? দেশ, সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি আজ এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আসলে যে কোন সমস্যার মোকাবিলায় তার মূল বা শিকড়ের সন্ধানে যাওয়া প্রয়োজন। দেশ জুড়ে "মেয়েদের উপর হিংসা" কেন এত বাড়ছে? আমরা কি জানি প্রতিদিন কত গৃহবধূ, নাবালিকা, বৃদ্ধারা আমাদের এই পরিবারে নির্যাতীতা হয়ে চলেছেন-অথবা মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। হিংসার আঁতুড়ঘর হল আমাদের এই তথাকথিত পরিবারই। যে পরিবারে রমা, সীতা, শ্যামা, মাবিয়া পরভিন, শালেমী, রবেনা, সহেলীদের জন্ম। জন্ম থেকেই যারা দেখছে বা অনুভব করছে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য কতকিছু না পাওয়া আত্মস্বার্থ ত্যাগ করা, শত শত 'না' এর হাত ধরে মেয়েবেলা কাটানো। কেউ কেউ আবার দেখতেই পেল না শৈশব, তাদের জন্ম নিতেই দেওয়া হল না এ পৃথিবীতে কারণ তারা কন্যাভ্রূণ। ধনী দরিদ্রের দেশ এই ভারতবর্ষ, অনেক অসমতা অনেক বিভেদ আছে, কিছু কন্যাভ্রূণ হত্যার বিষয়ে কোন অসম মনোভাব নেই, যদি থাকতো তবে জন্ম সমীক্ষায় পুরুষ শিশু থেকে মহিলা শিশুর সংখ্যা নজর কাড়া ভাবে কম হত না।

সব শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে—এই অভিযানে সরকারি স্কুলের সংখ্যা বাড়লেও, বাড়ছে না পড়ুয়া শিশু কন্যার সংখ্যা। বাড়ির চাপে-গ্রামও মফস্বলে স্কুল ছুট কন্যাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আইন কে কলা দেখিয়ে বিয়ের বয়সের আগেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা বিয়েতে প্ররোচিত করা হচ্ছে। দারিদ্র্য বা দিনকালের অবস্থা দেখিয়ে মেয়েদের বাধ্য করা হচ্ছে দেশের অন্যপ্রান্তে গিয়ে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতে। সেই সঙ্গে কিছুটা জেনে বা না জেনে পরিবার থেকে মেয়ে পাচার বা বিক্রি করা হচ্ছে। স্বামীর বাড়িতে অকথ্য পরিশ্রম ও সেই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সত্ত্বেও "মানিয়ে নেবার প্রস্তাব আসে তার পরিবার থেকেই। কাজেই পারিবারিক নিরিখে প্রচলিত ধারণা মহিলা তা সে শিশুই হোক বা বৃদ্ধা তাকে নিয়ে যে কোনভাবে অসম্মানিত করা, অবহেলিত করা, উৎখাত করা যায় যে পুরুষ শিশুটি বড় হচ্ছে এই প্রচলিত ধারণার মধ্যে তার কতটা মান্যতা, সম্ভ্রম , শালীনতা ও উদারতা গড়ে উঠবে বাড়ির মহিলার বা শিশুকন্যাটির উপর-যার সঙ্গে সে বড় হয়ে উঠেছে। তাই পরিবার থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যের সূচনা হয় যার মহীরুহ প্রভাব পরবর্তীকালে সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই লিঙ্গ বৈষম্যের বিষবাষ্পে সমাজ সংসার ছারখার হয়ে যাচ্ছে-এত ধর্ষণ, অ্যাসিড প্রক্ষেপণ রাস্তায় নগ্ন করে উৎপীড়ন, প্রকাশ্যে অশ্লীলতা এ সবের পীঠস্থান হল "পারিবারিক লিঙ্গ বৈষম্যতা"। পারিবারিক হিংসাকে প্রতিরোধ করার জন্য আইন তৈরি হল "পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন ২০০৫"। এটি মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ প্রাপ্তি, কারণ এই আইনে মহিলাদের সুরক্ষা করার নির্দেশ আছে। কিন্তু হায়! কোথায় সুরক্ষা কোথায় নিরাপত্তা বাড়িতে, স্কুলে, রেল স্টেশনে, পাবলিক টয়লেটে, ঝলমলে রাজপথে, অন্ধকার কাঁচা রাস্তায় —সর্বত্র মেয়েরা বিপন্ন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মতো মহিলা মুখ্যমন্ত্রী শাসিত রাজ্যে কোথাও তাদের যথেষ্ট নিরাপত্তা নেই।

সবশেষে বলি, সমস্যা থাকলেই তার সমাধানের পথ থাকবেই-এই পথটাই খুঁজে বের করতে হবে, যুগে যুগে কালে কালে তারই পরিক্রমা শুরু হয়েছে- আমাদেরকেই, মানে নিজেকেই সচেষ্ট হতে হবে নিজেদের মতো করে।

সমাজ সংগঠন ও নারী সংগঠনগুলি প্রতিবাদ মিছিল, সভা সমিতি, থানা ঘেরাও, ধর্ষণের নজির বিহীন শাস্তির জন্য ধর্না। পার্লামেন্টের অধিবেশনে মেয়েদের অধিকার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিল পাশের জন্য তদারকি করে চলেছেন। সেই সঙ্গে আমরা ও যদি প্রত্যেকেই আমাদের পরিবার থেকে শুরু করি কীভাবে আমরা 'পরিবারের লিঙ্গ বৈষম্যের হিংস্রতা' থেকে সুরক্ষিত করব তাহলে হয়তো একদিন 'নিরাপত্তার সূর্য' উঠবেই। নারী-পুরুষের এই সমানাধিকারের রাজ্যে সব পুরুষকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত হবে না। মেয়েদের নিরাপত্তার দাবি মানে কিন্তু পুরুষ বিরোধিতার ধুয়ো নয়। নারী-পুরুষের বৈষম্য যতদিন না ঘুচবে ততদিনই বহাল থাকবে হিংসা।

মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই আছে দায়বদ্ধতা—নাগরিক অধিকার অর্জনের ক্ষমতা যদি থাকে, তবে আমাদের থাকতেই হবে সুনাগরিক হবার দায়। তাই আসুন পরিবার, পরিস্থিতি, সমাজ, রাজনীতি, দেশকাল এসবের দোহাই দিয়ে নিজেকে আর গুটিয়ে রাখবেন না। আমরা প্রত্যেকেই চাই শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী—তাই প্রতিটি মানুষ; প্রতিটি সংগঠন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত পৌরসভা কর্পোরেশন, আইন আদালত বিমা কোম্পানি, কলকারখানা অফিস কাছারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সবাই মিলে নিজের এক্তিয়া ও ক্ষমতার মধ্যে থেকে সংঘটিত হিংসার মোকাবিলা বা হিংসা দূরীকরণ' প্রচেষ্টা চালাতে পারি তবেই আমরা পৃথিবী থেকে বৈষম্যজনিত হিংসার নিবৃত্তি করে প্রত্যেকটি মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে পারব। প্রত্যেকটি পরিবারকে সুরক্ষিত করার ও রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। একজন সামান্য গৃহবধূ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী , জনমজুর থেকে রাষ্ট্রপতি নিভৃক পাহারাদার থেকে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের, চাষি থেকে কোটিপতি ব্যবসায়ীর আর্দালি থেকে মহামান্য বিচারপতির। কারণ পরিবার সুরক্ষিত ও নিরাপদ হলে সারা পাড়া, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র, এমনকি বিশ্বের প্রতিটি নাগরিক সুরক্ষিত ও নিরাপদ হবেন। কারণ পারিবারিক সুরক্ষা প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার।

Website-www.boardofwakfswb.org, Phone-2212-6431/ 2212-6523

OFFICE OF THE BOARD OF WAKFS, WEST BENGAL

6/2, MADAN STREET, KOLKATA- 700 072

In replying please quote the number and date of this letter

No. 5748 Dated. 18/12/2014

From: Chief Executive Officer,
Board of Wakfs, West Bengal

To: Jb. Quazi Sadeque Hossain,
(Judge- Lok Adalat) & All India & All State of India,
Secretary – General (Whole Life),
Asian Humjan Rights Society,
18, Ghulam Abbas Lane,
Kolkata – 700 024.

Ref: File No.4R-1/W-2014
Re: Holding of Lok Adlat on the point of awareness as to implication of rule of Law and Human Rights & Ors..

Sir,

Enclosed please find herewith a copy of Board's resolution dt.30-10-2014 which has duly been confirmed by the Board in its meeting held on 27-11-2014, which will speak for itself.

This is for your information and taking necessary action.

Yours' faithfully,

17/12/14

Chief Executive Officer
Board of Wakfs, W. B.

Anwar/my/17-12-2014

OFFICE OF THE BOARD OF WAKFS
WEST BENGAL

The matter was placed before the Board meeting dt 30.10.14 and resolution therein was as follows:-

Brd. Item No. 13 of the agenda: 30.10.14

Ref: Asian Human Right Society.

Re: To discuss the issue of holding Lok Adalat on the point of awareness as to implication of rule of Law and Human Rights by the Board.

Decision:

Jb.Kazi Sadek Hossain, the Secretary General of Asian Human Rights Commission is present. The item of agenda as aforesaid regarding holding Lok Adalat on the point of awareness as to implication of Rule of Law and Human Rights by the Board is taken up for discussion and decision.

Having heard Jb Kazi Sadek Hossain and in the light of his proposal so presented before the Board on the point, he is requested to furnish details containing substantial elements proposed to be presented during Lok Adalat along with the state of importance of awareness to the implication of Rule of Law and Human Rights. On the placement of the details, let the matter come up for hearing on the available date of Board meeting.

Resolution above has been Confirmed in the Board in its meeting held on 27.11.14.

E.S may be asked to take n.a.

1.12.14

X - [illegible]

CEO

12/12/14

[illegible]

যে কোনও দিন আরেকটি কেদারনাথ ঘটতে পারে উত্তরে

বড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে ভারতসহ প্রতিবেশী দেশগুলি, জানাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘ

Email Received

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: হিন্দুকুশ এবং হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত যে কোনও হিমবাহ ফেটে ভারতসহ প্রতিবেশী আটটি দেশের বিপুল জনপদের উপর যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। বুধবার কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে উপস্থিত হয়ে এমনই আশঙ্কার কথা শোনালেন রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক প্রোগ্রামের প্রধান পুশপম কুমার। তিনি বলেন, আশঙ্কার মেঘ সবথেকে বেশি পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল এবং উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে। তাঁর দাবি, দুই পর্বতমালার এই অংশের প্রাকৃতিক অবস্থা কীরকম রয়েছে, সেবিষয়ে কারও কাছেই কোনও তথ্য নেই। প্রাথমিকভাবে একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, এই পর্বতমালার হিমবাহগুলির অবস্থা ভালো নেই। যার ফলে সেগুলি ফাটলে তলদেশের বিস্তীর্ণ জনপদ বন্যা-ধসের কবলে পড়তে পারে।

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আইপিসিসি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছিল, বিশ্বের কোনও সংস্থার কাছে এই অঞ্চলের প্রকৃতির অবস্থাগত কোনও তথ্য নেই, যা রীতিমতো আশঙ্কার। এরপর থেকেই নেপাল সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউনটেইন ডেভেলপমেন্ট বা আইসিআইএমওডি (ইশিমোড) এবিষয়ে গবেষণা শুরু করে। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে রাষ্ট্রসংঘেরও। তারপরেই তাদের পক্ষ থেকে এই অঞ্চলে প্রকৃতির অবস্থা নিয়ে একটি সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ইশিমোড ও রাষ্ট্রসংঘের যৌথ উদ্যোগে এবং ভারত, চীন, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান সরকারের সহায়তায় হিমালয় এবং হিন্দুকুশ পার্বত্য এলাকায় প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের উপর সমীক্ষা করা হবে, যাতে তাদের সঠিক ব্যবহার করা যায় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে আগাম সতর্কতা তথ্য পাওয়া যায়।

পুশপম কুমার বলেন, বিশ্বের সম্ভারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমটি ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপিটাল বা মনুষ্য সৃষ্ট মূলধন, দ্বিতীয়টি হল হিউম্যান ক্যাপিটাল বা জনবলের মাধ্যমে যে কোনও কাজকে অতি সহজেই মোকাবিলা করতে পারার মূলধন। তৃতীয় হল ন্যাচারাল ক্যাপিটাল, যা প্রকৃতির মূলধন। কিন্তু গত ২০ বছর ধরে এই মূলধন ক্রমশ কমছে। এর প্রধান কারণ আমরা এই প্রকৃতির সদ্ব্যবহার করতে পারি না বলেই। সাম্প্রতিককালের নেপালের কোশি অববাহিকা এবং ভারতের কেদারনাথে গঙ্গা অববাহিকার বিপর্যয়ের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, দু'জায়গাতেই ব্যাপকভাবে গাছ-পালা কাটা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরিকল্পনাবিহীনভাবে গড়ে উঠেছে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প (সড়ক, বাঁধ) যা প্রকৃতিকে ক্রমাগত বিরূপ করে তুলেছে। এই অবস্থায় এই অঞ্চলে প্রকৃতির কোথায় কী রয়েছে এবং তার কী অবস্থা, সেবিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে হবে। তার জন্যই এই সমীক্ষার কাজ শুরু করা হচ্ছে। যাতে এই অঞ্চলের 'প্রকৃতির সঠিক মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে তাকে রক্ষা করা এবং ন্যাচারাল ক্যাপিটাল গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

এই কাজের পাশাপাশি এই অঞ্চল তথা সংলগ্ন পর্বতমালার পাদদেশ এবং নদীর অববাহিকা এলাকায় থাকা মানুষের অবস্থাকেও ভালো করতে হবে বলে দাবি, সমীক্ষার আরেক সহযোগী ইশিমোডের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর একলব্য শর্মার। তিনি বলেন, তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এবিষয়েই একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা প্রস্তুত করা হবে। যার উপর নির্ভর করেই আগামী এক বছর সমীক্ষার কাজ হবে। ২০১৬ সালের প্রথমে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবে।

আড়াই মাসে ৪৮৯৬ আবেদন, বিপুল সাড়া মেক ইন ইন্ডিয়ায়

Email Received

নয়াদিল্লি: 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযান সূচনার আড়াই মাসের মধ্যে দেশের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র নিয়ে লগ্নিকারীদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা নিয়ে এখনও পর্যন্ত ৪,৮৯৬টি অনুসন্ধান জমা পড়েছে সরকারের কাছে। বুধবার রাজ্যসভায় এ কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী সীতারমণ বলেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানে খুবই ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। মোট ৪,৮৯৬টি প্রশ্ন জমা পড়েছে। সব থেকে বেশি খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নিয়ে।' মন্ত্রী বলেন, '৯.৩ শতাংশ তথ্যানুসন্ধান এসেছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ৬.৭ শতাংশ তথ্যপ্রযুক্তি, ৬.১ শতাংশ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, ৫.৭ শতাংশ বৈদ্যুতিন পদ্ধতি ও ডিজাইন, ৪.৭ শতাংশ অটোমোবাইল এবং ৪.৪ শতাংশ বস্ত্র শিল্পের জন্য।'

সেপ্টেম্বরে এই অভিযানের সূচনা করে উপযোগী পরিকাঠামো তৈরি করার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে গোটা দেশে ইন্টারনেটের প্রসারতা এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কথাও বলেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের ২৫টি ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সম্পর্কে বিদেশি সংস্থাগুলিকে তথ্য দেওয়ার জন্যই একটি ওয়েবসাইটও তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি আরও পাঁচটি শিল্পক্ষেত্রকে যোগ করা হয়েছে। দেশি ও বিদেশি লগ্নিকারীদের প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দেওয়া এবং তাদের অভিযোগের চটজলদি নিষ্পত্তির জন্য ৮ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। দেশে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে, সহজ সরল নীতি প্রণয়নের জন্য এবং উৎপাদন বাড়াতে ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছে শিল্প নীতি ও উন্নয়ন দপ্তর (ডিআইপিপি)।

তবে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযান সফল করতে দেশে আরও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন রয়েছে বলেই মনে করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বুধবার ফুটওয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের (এফডিডিআই) এক অনুষ্ঠানে সীতারমণ বলেন, 'প্রতি বছর প্রায় দু'লক্ষ ব্যক্তিকে এফডিডিআই প্রশিক্ষণ দেয়। প্রতি মাসে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৫,০০০ ব্যক্তি প্রশিক্ষণ পান।' এফডিডিআই-এর ছাত্রদের দক্ষ কারিগর করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য করবে বলে কথা দেন বাণিজ্য মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে শিল্প নীতি ও উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অমিতাভ কান্ত উপস্থিত ছিলেন। কান্ত বলেন, 'দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে দক্ষ শ্রমিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

বাজার দর

গহনার সোনা	পাকা সোনা
₹২৫,৯৩৫ (- ₹৯৫)	₹২৭,৩৩৫ (- ₹১০০)

রুপোর দর (প্রতি কেজি) ₹৩৬,৫০০ (- ₹৮৫০)

মার্কিন ডলার	৬৩.৬১	▲০৮
ইউরো	৭৯.১৯	▲১৯
ইয়েন (প্রতি ১০০)	৫৪.৩৫	▲৪৮
ব্রিটিশ পাউন্ড	১০০.০২	▲১৮
সেনসেক্স	২৬,৭১০.১৩	▼৭১.৩১
নিফটি	৮,০৬৭.৬০	▼৩৭.৮০

সিবিআই'কে তোতা সাজিয়ে অভিনব বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্রকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে জেলায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদী মিছিল অব্যাহত। সিবিআইকে তোতাপাখি সাজিয়ে ও প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির মুখোশ পরে এদিন মিছিল করেন বিক্ষোভকারীরা। বুধবার মেদিনীপুরের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র জেলা কমিটির ডাকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হল থেকে বের হয়ে শুরু হওয়া এই মিছিল রিং রোড পার করে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে শেষ হয়। এই মিছিলে একজনকে সাজানো হয়েছে তোতাপাখি রূপী সিবিআই এবং অপর দু'জন রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের মুখোশে। এই তিনজনকে সামনে রেখে শুরু হয় তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল।

সংগঠনের জেলা সভাপতির অভিযোগ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ মিছিল। পাশাপাশি এদিন জেলা সভাপতি আরও জানান, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রায় প্রতিদিনই তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করছে। তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তের নামে যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চালানো হচ্ছে, তা বন্ধ করে আসল সত্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হোক। পাশাপাশি নাটক করছে সিবিআই, এমনও অভিযোগও করা হয়েছে বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে।

এদিনের মিছিলে পা মেলান বিধায়ক চূড়ামণি মাহাতো, মেদিনীপুর পুরসভার পুরপ্রধান জীতেন্দ্র দাস, যুব তৃণমূলের পক্ষে সৌরভ বসু ও মৌ রায় সহ আইএনটিটিইউসি'র বিভিন্ন নেতা ও কর্মীরা।